

বিশ্বগুর অবতার

ব্রহ্মা বললেন—“যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান গর্ভ সমুদ্রে নমিজ্জতি পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলাচ্ছলে বরাহ রূপ ধারণ করছিলেন, তখন আদি দৈত্য (হরিণ্যাক্ষ) সেখানে এসে উপস্থিতি হয়েছিল এবং ভগবান তাকে তাঁর দত্ত দ্বারা বদীর্ণ করছিলেন।

সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকুতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সুযজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করছিলেন।

সুযম ইন্দ্রদেবরূপে ত্রিলোকে (ঊর্ধ্ব, অধো এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখভার হরণ করছিলেন বলে মানব জাতির পতি স্বাযম্ভুব মনু তাঁকে হরিনামে অভিহিত করছিলেন।

ভগবান তারপর কপলিদেব রূপে প্রজাপতি কর্দ্দম এবং তাঁর পত্নী দেবহুতির পুত্ররূপে নয়জন রমণীসহ (ভগ্নী) অবতরণ করছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে আত্মজ্ঞান দান করছিলেন, যার ফলে তিনি এই জন্মেই প্রকৃতির গুণরূপ পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে কপলিদেবের প্রদর্শিত পন্থায় মুক্ত লাভ করছিলেন।

অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করছিলেন, এবং ভগবান তার প্রতিপ্রসন্ন হয়ে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।' তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল।

তার শ্রীপাদপদ্মে পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যদু, হৈহয়, আদিনিপতগিণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করছিলেন। বিভিন্ন লোক সৃষ্টিকার বাসনা করে আমি তপস্যা করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুঃসন রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন) আবর্তিত হয়েছিলেন।

পূর্বকল্পে প্রলয়ে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুঃসনরো তা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করছিলেন যে মুনগিণ তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে দর্শন করতে

সক্ৰম হয়.হেলিনে। তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছরসাধনরে নজিস্ব পন্থা প্রদর্শনরে জন্য তনিধির্মরে পত্নী এবং দক্ষরে কন্যা মূর্তিরি গর্ভে নর এবং নারায়ণ এই দ্ববিধি স্বরূপে জন্মগ্রহণ করহেলিনে।

কামদবেরে সঙ্গিনী অগ্‌সরাগণ তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতএ এসে যখন দখেল যএ তাদরে মতো বহু সুন্দরীগণ তাঁর দহে থকে নরিগত হচ্ছএ, তখন তারা বফিল মনোরথ হয়.হেলি। শবিরে মতো মহাবলবান ব্যক্তিরা তাঁদরে রোষযুক্ত দৃষ্টিরি দ্বারা কামকে দগ্ধ করতএ পারনে, কনিতু তাঁদরে নজিদরে ক্রোধরে প্রভাব থকে মুক্ত হতএ পারনে না।

কনিতু ক্রোধরে অতীত ভগবানরে অমল অন্তঃকরণে কখনও প্রবশে করতএ পারনে না, অতএব তাঁর মনে কভাবে কাম আশ্রয় গ্রহণ করবএ?”

“রাজার সমক্ষে ধ্রুব বমিতার বাক্যবাণে জর্জরতি হয়.এ অপমানতি বোধ করহেলিনে, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গমন করহেলিনে। ভগবান তখন ধ্রুবরে প্রতিপ্রসন্ন হয়.এ তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন, উপরিস্থিতি এবং অবাঞ্ছতি মহর্ষিগণ য়ার স্তব করে থাকনে।

মহারাজ বনে উৎপথগামী হয়.হেলি এবং তখন ব্রাহ্মণদরে বজ্র-কঠোর শাপবাক্যে তার পটৌষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়। সএ নরকে পততি হতএ থাকলে ব্রাহ্মণদরে প্রার্থনায় এবং তাকে পরিত্রাণ করার জন্য ভগবান পৃথু অবতারে তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং সর্বপ্রকার শস্য পৃথিবী থকে দোহন করেন।

মহারাজ নাভি এবং তাঁর পত্নী সুদবীর পুত্ররূপে ভগবান আবর্ভূত হয়.এ ঋষদরে নামে পরিচিতি লাভ করেন। ই তনিমিনরে সাম্যভাব লাভরে জন্য জড-যোগ অনুশীলন ন করহেলিনে। এই অবস্থাকে পারমহংসপদ বা মুক্তিরি চরম ।

সদিধ অবস্থা বলে মনে করা হয়., যএ স্তরে জীব তার স্বরূপে অবস্থতি হয়.এ পূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্ত হয়। ভগবান আমার (ব্রহ্মার) অনুষ্ঠতি যজ্ঞে হয়.গ্রীব অবতার রূপে প্রকট হয়.হেলিনে। তনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুবর্ণস্বরূপ।

তনি সাক্ষাৎ বদে এবং সমস্ত দেবতাদরে : পরমাত্মা। যখন তনি শ্বাস গ্রহণ করহেলিনে, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থকে সমস্ত মধুর বৈদিকি স্তোত্র ধ্বনতি হয়.হেলি।”

“কল্পান্তে সত্যব্রত নামক ভাবী বৈস্বত মনু দেখতে পাবনে যে মৎস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাত্মাদরে আশ্রয়। কেননা কল্পান্তে প্রলয় বারি ভয়ে ভীত হয়ে বদে-সমূহ আমার (ব্রহ্মার) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জলরাশি দর্শন করে উৎফুল্ল হন এবং বদে-সমূহকে রক্ষা করেন।

আদিত্যে ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে। অমৃতলাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করছিলেন। সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে অর্ধনদ্রিতি অবস্থায় ভগবান কখন সুখ অনুভব করছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটি, দন্ত ও ভীষণ বদনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী দৈত্যরাজকে (হরিণ্যকশপিকে) তাঁর উরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তার বক্ষঃস্থল বদীরণ করছিলেন।

অধিক বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যুথপতি গজরাজের পদ ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে তার শূণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম ধারণ করে ভগবানকে সম্বোধন করে বলছিল, 'হে আদিপুরুষ, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি।

হে পরিত্রাণকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দ্বিধ নাম স্মরণ করা মাত্রই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।' চক্রপাণি শ্রীহরীসেই শরণার্থী গজরাজের আন্তনাদ শ্রবণ করে পক্ষী রাজা গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন দ্বিখণ্ডিত করছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের শূঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করছিলেন।"

“গুণাভীত ভগবান অদতি-পুত্র আদিত্যদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বপক্ষে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান বিষ্ণু পানক্షিপেরে বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিপিদ ভূমি ভিক্ষা করার ছলে তিনি বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমগ্র ভূবন অধগ্রহণ করছিলেন।

তিনি ভিক্ষার ছলে তা গ্রহণ করছিলেন, কেননা নগ্রহ এবং অনুগ্রহ করতে সমর্থ জনরো সব কিছু করতে পারলেও ব্যতিক্রমে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য করা তাদেরও কর্তব্য নয়। বলি মহারাজ, যিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের পদধাত জল ধারণ করছিলেন, তাঁর গুরুর ন্যূনে সত্যবোও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেননি। ভগবানের তৃতীয় চরণ রাখবার জন্য তিনি তাঁর দেহে নব্বিদিন করছিলেন।

এই প্রকার ব্যক্তির কাছে হারিজিও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীকৃত করে দ্বারা অধিকার করেছিলেন “হে নারদ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরপূর্ণভাবে ভক্তযোগ এবং ভগবত্তত্ত্ববজ্রিঞান বিশ্লিষণ করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তরাই কেবল সেই অন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

মন্বন্তর অবতারে ভগবান মনুর বংশধররূপে তাঁর সুদর্শন চক্রে দ্বারা দুষ্কৃতকারী রাজাদের দমন করেন। সর্বাবস্থায়, অপ্ৰতীতভাবে তাঁর রাজ্য শাসনে মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনরেও উর্ধ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকেও বিস্তার লাভ করেছিল।

ভগবান ধন্বন্তররূপে অবতীর্ণ হয়ে নরিন্তর রুগ্ন জীবদের তাঁর স্বীকৃত কীর্তি দ্বারা অচিরেই রোগ নরাময় করেন এবং তার প্রভাবেই দেবতারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নরিন্তর মহিমাবিত্তি হন। পূর্বে দৈত্যদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন।

তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর বিষয়ক বদে বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন। যখন ক্ষত্রয়ি, নামধারী শাসকরা পরম সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের অভিলাষী হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ সেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রয়িদের বিনাশ সাধন করেছিলেন।”

"এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইক্ষাকুর বংশে অন্তরঙ্গা শক্তি সীতাদেবীর পত্নিরূপে আবর্তিত হয়েছিলেন। তাঁর পতি মহারাজ দশরথের আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনষ্টি ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন।

অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণ তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তার ফলে চরমে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা সীতার বরিহে ব্যথিত হয়ে (ত্রপির দগ্ধ করতে ইচ্ছুক) মহাদেবের মতো ক্রোধে আরক্তমি নয়নে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টপিত করেছিলেন।

তখন সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কনেনা তাঁর আত্মীয়-।

স্বজন, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানরে ক্রোধাগ্নির তাপে দগ্ধ হচ্ছিল।

রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার বক্ষঃস্থলরে সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দেবরাজ ইন্দ্ররে বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হয্ছিল এবং তাদরে ভগ্ন অংশসমূহ ইতস্তত বক্ষিপ্ত হওয়ায়, দকিসমূহ আলোকিত হয্ছিল, রাবণ তখন তার শক্তির গর্বে গর্বতি হয্। উভয় পক্ষরে সনৈষদরে মধ্যে অট্টহাস্য করতঃ করতঃ বচিরণ করছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরসত্রী হরণকারী রাবণরে সেই হাস্যকে তাঁর ধনুকরে টঙ্কার মাত্রই প্রাণরে সঙ্গে বিনাশ করছিলেন।”

"পৃথিবী যখন অসুররূপ নৃপতদিরে সনৈষসমূহরে দ্বারা ভারাক্রান্ত হয্ছিল, তখন সে ভার অপনোদনরে জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবর্জিত হন। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কশেদামসহ ভগবান তাঁর আদরূপে আবর্জিত হয্। অলটৌকি কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্ৰাকৃত মহিমা বিস্তার করেন।

তাঁর মহিমা কেউই যথাযথভাবে অনুমান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যঃ পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাতৃক্রোধস্থিতি কৃষ্ণর শশিরূপে বিশাল শরীরা পুতনা রাক্ষসীর প্রাণবধ, তনিমাসরে শশি অবস্থায়, পদাঘাতে শকট ভঞ্জন,

হামাগুড়ি দিয়ে গমনপূর্বক গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষযুগলরে অভ্যন্তরে প্রবেশে করে তাদরে উৎপাটন, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? যখন গোপ বালকরা এবং তাদরে পশুরা যমুনার বিষাক্ত জল পান করছিল, ভগবান (তাঁর বাল্য অবস্থায়) তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতরে দ্বারা তাদরে পুনরুজ্জীবিত করছিলেন।

যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে ঝাঁপ দিয়ে তনিখিলোর ছলে বিষরে তরুণ উদগীরণকারী কালীয, নাগকে দণ্ড দান করছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত কে এইপ্রকার অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে?

কালীয, নাগকে দণ্ড দান করার পর সেই রাত্রই যখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্তে নদীরা মগ্ন ছিলেন, তখন শুষ্ক পাতা থেকে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য ব্রজবাসীদের জীবন সংশয় হয্। উঠলে ভগবান বলদবেসহ কবেলমাত্র তাঁর চক্ষু নমিলন করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করছিলেন। এমনই অলটৌকি ভগবানে..

কার্যকলাপ।”

“গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা) যখন প্রচুর রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বন্ধন করার পক্ষে সে সমস্ত রজ্জুই অপরিপাক্ত বলে প্রতিভািত হয়েছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেই প্রয়াস ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে জ্বগুন করার ছলে তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন;

তখন তাঁর মা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মনে মনে আশঙ্কতি হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের যোগমাযার প্রভাবে তিনি ভিন্ভাবনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পতি নন্দ মহারাজকে বরুণপাশেরে ভয় থেকে রক্ষা করেছিলেন,

এবং ময়দানবরে পুত্র যখন গোপবালকদের পর্বতেরে গুহায় আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রজবাসীরা যখন সারাদিনি কঠোর পরিশ্রম করার ফলে রাত্রে গভীর নদ্রায় মগ্ন হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চজ্জগতেরে সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরষ্কৃত করতেন।

এই সমস্ত কার্যকলাপ অপ্ৰাকৃত এবং তা নঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণেরে ভগবত্তা প্রমাণ করে। বৃন্দাবনেরে গোপরো যখন শ্রীকৃষ্ণেরে নর্রদশে ইন্দ্রেরে যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নরিস্তর মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকলে বৃন্দাবন ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ব্রজবাসীদেরে প্রতি তাঁর অহতৌকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ পশুদেরে রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতার মতো এক হাতে ধারণ করেছিলেন।

ভগবান যখন শুভ্র চন্দ্রকর্রিণে উদ্ভাসতি নশিত্তি বৃন্দাবনেরে বনে মধুর সঙ্গীতেরে দ্বারা ব্রজবধূদেরে কামপীড়া উদ্দীপতি করে রাসনৃত্য করতে উন্মুখ হবেন, তখন ধনাঢ্য কুবরেরে অনুচর শব্ধ্খচুড নামক দতৈ্য সেই ব্রজরমণীদেরে হরণ করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার ধড থেকে মস্তকটি ছেদন করবেন।

প্রলম্ব, ধনুক, বক, কশী, অরষ্ট, চাপুর, মুষ্টি, কুবলয়াপীড়, হস্তী, কংস, যবন, নরকাসুর এবং পটৌড্রকরে মতো অসুররো তথা শাল্বরে মতো মহারথী, দ্ববিদি বানর এবং কবল, দম্ভবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বদ্রিুরথ এবং রুক্মি প্রমুখ প্রসদ্বিধ

রাজাগণ, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় এবং ককেয় প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির সঙ্গে অথবা বলদবে, অর্জুন, ভীম ইত্যাদি নামে তাঁরই সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে।

এইভাবে নহিত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুররো নরবিশিষে ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে অথবা বকৈণ্ঠলোকে ভগবানরে সর্বীয় ধাম প্রাপ্ত হবে।

কালক্রমে মানুষরো যখন সঙ্কুচতি বুদ্ধি এবং অল্প আয়ুসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিকি জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে বলে বিবেচনা করে ভগবান সত্যবতীর পুত্র (ব্যাসদবে) রূপে আবর্ভূত হয়ে যুগরে পরিস্থিতি অনুসারে কৌশলী কল্পবৃক্ষকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করবেন।

নাস্তিকি অসুররো বৈদিকি বজ্রিঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে, মহাবজ্রিঞানী ময়দানব কর্তৃক নর্মিতি মহাকাশয়ানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বচিরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবর্ভূত হয়ে তিনি উপধর্ম প্রচার করবেন।”

“তারপর কলযুগরে শেষে, যখন তথাকথতি সধু এবং উচ্চতর তনি বর্ণরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিরে গৃহে ভগবানরে কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্ররে শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচতি শূদ্র অথবা তার থেকেও নকিষ্ট স্তরে মানুষদরে হাতে ন্যস্ত হবে,

এবং যখন স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বৈদিকি মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবর্ভূত হবেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ তারপর স্থতি সময়ে জীবষ্টি, নিম্নতরণরে ক্ষমতা সমন্বতি দেবতাগণ এবং বিভিন্ন লোকে রাজাগণ, এবং সংহারকালে অধর্ম, রুদ্র, এবং ক্রোধী নাস্তিকি ইত্যাদি এরা সকলেই বহু শক্তধারী ভগবানরে শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি।

শ্রীবষ্টিগুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে? কোন বজ্রিঞানকি ব্রহ্মাণ্ডরে সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বষ্টিগুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডরে সর্বোচ্চ লোক সত্যলোকেও উর্ধ্বে প্রকৃতির তনি গুণরে সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ-বিক্ষেপে করছিলেন, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান হয়েছিল।

আমি বা তোমার অগ্রজ মুনগিণ্ড সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কভাবে তাঁকে জানবে? ভগবানরে প্রথম অবতার শেষে সহস্র বদনে তাঁর গুণাবলী নরিন্তর গান করণে এখনও পর্যন্ত তার সীমা পাননি।

যাঁরা নমস্কেপটে পরমেশ্বর ভগবানরে শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানরে বিশেষ কৃপার প্রভাবে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জানতে পারেন। কিন্তু যারা কুকুর শৃগালরে ভক্ষ্য এই জড, দহেটরি প্রতিআসক্ত, তারা কখনোই তা পারেন না।"

“হে নারদ, যদিও ভগবানরে শক্তি অজ্ঞে, এবং অপরমিষে, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানিকিভাবে তিনি তাঁর যোগমাযার দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানরে শক্তি তুমি, ভগবান শবি, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, স্বায়ত্ত্বর মনু, তাঁর পত্নী শতরূপা, মনু-সন্তান প্রযিব্রত,

উত্তানপাদ, আকৃতি, দবেহুতি, প্রসুতি, প্রাচীনবারহ, ঋতু, বনের পতি অঙ্গ, মহারাজ ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচকুন্দ, মহারাজ জনক, গাধা, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহ, মান্ধাতা, অলক, শতধনু, অনু, রস্তদেবে, ভীষ্ম, বলি, অমৃত্তরয়, দলীপ, সটোভরি, উতঙ্ক, শবি, দবেল, পঙ্কিগ্লাদ, সারস্বত, উদ্ভব, পরাশর, দুরবিশে, বভীষণ, হনুমান, শুকদেবে গোস্বামী, অর্জুন, অরিসনে, বদীর, শ্রুতদেবে ইত্যাদি ব্যক্তিরা অবগত আছেন।

শুদ্ধ ভক্তরে শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তিযোগে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হন, শবর আদি পাপজীবীরাও এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব বজ্জ্ঞান অবগত হয়ে মাযার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

ব্রহ্ম-উপলবধি শোকরহিত অসীম আনন্দে পূর্ণ। তা অবশ্যই পরম পুরুষ ভগবানরে পরম পদ। তিনি নতি্য ক্ষোভরহিত এবং অভয়। তিনি জড, পদার্থরে বপিরীত পূর্ণ চতেনায। নর্মল এবং ভদেহহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যরে পরম কারণ।

তাঁর সাকাম কর্মরে উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানরে প্রয়োজন হয় না, এবং মায়া তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারেন না। এইপ্রকার অপ্ৰাকৃত অবস্থায়, জ্ঞানী অথবা

যোগীদরে মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংযত করার, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা কল্পনা করার অথবা ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না,

ঠিক যমেন বর্ষার ন্যূনত্বকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করার কষ্ট করতে হয় না। যা কিছু মণ্ডলময়, সে সবেরই পরম প্রভু হচ্ছনে পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জড় অথবা চন্ময়, অস্তিত্বে জীবের সমস্ত কার্যের ফল তিনিই প্রদান করেন।

তাই তিনি হচ্ছনে পরম উপকারী। প্রতিটি জীবই জন্মরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব জড় দেহের বিনাশের পরেও বর্তমান থাকে।”

“হে পুত্র, আমি তোমাকে সংক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব বর্ণনা করলাম, যিনি হচ্ছনে এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি বিনা এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের আর অন্য কোন কারণ নেই।

হে নারদ, এই ভগবত্তত্ত্ব-বজ্র্ণান, শ্রীমদভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলছিলেন। এই ভগবত্তত্ত্ব বজ্র্ণান হচ্ছনে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বজ্র্ণান সম্প্রসারিত কর। নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা কর যাত্রে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্ৰাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্প্রকৃতি ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিমিত্তি ভাবে ভক্তিও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মাযার দ্বারা মোহিত হবে না।”